শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাডহক কমিটির সভাপতিও হতে হবে স্নাতক

এম এইচ রবিন
২৭ মার্চ ২০২৬, ১২:০০ এএম

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামোতে যোগ্যতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে অ্যাডহক কমিটির সভাপতি নির্বাচনে ন্যূনতম স্নাতক বা সমমান শিক্ষাগত যোগ্যতা বাধ্যতামূলক করেছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক পরিপত্রের আলোকে জারি করা এ নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত নির্দেশনা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের গত ১৬ মার্চের পরিপত্র অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাডহক কমিটি গঠনে নির্ধারিত নির্দেশনা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। বিষয়টিকে ‘অতীব জরুরি’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে একই তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব সাইয়েদ এজেড মোরশেদ আলীর স্বাক্ষরিত পৃথক নির্দেশনায় অ্যাডহক কমিটি গঠনের বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

সেখানে বলা হয়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি সংক্রান্ত প্রবিধানমালা, ২০২৪ (৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখের সংশোধনী) অনুযায়ী নির্ধারিত বিধি অনুসরণ করে এ কমিটি গঠন করতে হবে।

নতুন নির্দেশনায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে সাধারণভাবে স্নাতক বা সমমান শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই মনোনীত করতে হবে। তবে শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়নে বিশেষ অবদান কিংবা ব্যতিক্রমী যোগ্যতা থাকলে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিথিলতার সুযোগ রাখতে পারবে।

সভাপতি মনোনয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান মহানগরে বিভাগীয় কমিশনার এবং অন্যান্য এলাকায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তিনজন যোগ্য ব্যক্তির নাম ও জীবনবৃত্তান্ত শিক্ষা বোর্ডে পাঠাবেন। পরবর্তীতে প্রস্তাবিতদের মধ্য থেকে একজনকে চূড়ান্তভাবে সভাপতি হিসেবে মনোনীত করবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড।

প্রস্তাবিত তালিকায় সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ, স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, সমাজসেবক কিংবা প্রতিষ্ঠাতার নাম অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, সভাপতি নির্বাচনে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণের এই উদ্যোগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় গুণগত পরিবর্তন আনবে এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করে তুলবে বলে মনে করেন শিক্ষা-সংশ্লিষ্টরা।

তাদের মতে, শিক্ষিত সভাপতি থাকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তিবোধ, নীতিমালা বোঝার সক্ষমতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়বে। এতে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর হবে। যোগ্য নেতৃত্ব থাকলে নিয়োগ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও একাডেমিক কার্যক্রমে অনিয়ম কমবে। দুর্নীতি বা প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপ হ্রাস পেতে পারে। শিক্ষাবান্ধব নেতৃত্ব থাকলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হবে, যা সরাসরি শিক্ষার মান বাড়াতে সহায়ক হবে। এমনকি, সরকারি নির্দেশনা ও শিক্ষানীতির বিষয়গুলো দ্রুত ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

তবে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জও কম নয় বলে মনে করেন কেউ কেউ। যেমনÑ গ্রামীণ বা প্রত্যন্ত এলাকায় স্নাতক ডিগ্রিধারী ও প্রশাসনিক দক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা তুলনামূলক কমÑ এতে উপযুক্ত সভাপতি খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে। যোগ্যতা নির্ধারণ থাকলেও বাস্তবে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের চাপ বা রাজনৈতিক বিবেচনা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ হতে পারে, ফলে কমিটি গঠনে বিলম্ব ঘটতে পারে। ‘বিশেষ যোগ্যতা’ বিবেচনায় শিথিলতার সুযোগ থাকায় এটি অপব্যবহারের ঝুঁকিও তৈরি করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পরামর্শক কমিটির আহ্বায়ক ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমদ বলেন, ‘সভাপতির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে জ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত বাড়বে। তবে বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত না হলে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাবে না।’

ডিগ্রিধারী প্রতিষ্ঠান সভাপতি নির্বাচিত করা প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রাজধানীর সেগুন বাগিচা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক একেএম ওবায়দুল্লাহ বলেন, ‘আমরা আশা করি, শিক্ষিত সভাপতি থাকলে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো আরও ন্যায্য হবে। তবে স্থানীয় প্রভাবমুক্ত না হলে এই উদ্যোগের পূর্ণ সুফল পাওয়া কঠিন।’

তিনি বলেন, যোগ্য সভাপতি থাকলে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ হয়। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব এবং প্রশাসনিক জটিলতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এ বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. খন্দোকার এহসানুল কবির বলেন, ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিশ্চিত করতে আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য। প্রয়োজনে বাস্তবতার আলোকে নীতিতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হবে।’